Write about Christianity.

Ans:- (*) Huston Smith The Religion of Man - P-266 [illegible]

A) কালের ক্রমিকতার দিক থেকে খ্রীষ্টান ধর্মকে দ্বিতীয় বিশ্বজনীন ধর্মরূপে অভিহিত করা হয়। (*) এই ধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করে এই ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে। হিন্দু ধর্মের পরবর্তী পর্যায়ে ইহুদী ধর্ম এবং ইহুদী ধর্মের পরবর্তী পর্যায়ে খ্রীষ্ট ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। এই খ্রীষ্ট ধর্মের মূলভিত্তি হল ক্ষমা, প্রেম ও প্রীতি, এই ধর্ম অনুসারে প্রত্যেকটি মানুষ হল পরমপিতা ঈশ্বরের সন্তান, এই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হল পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক, তাই ~~[illegible]~~ প্রতিটি পুত্রের বা সন্তানের উচিত ঈশ্বররূপী যীশুকে মান্য করা এবং তার উপদেশ অনুসরণ করা, এজন্য খ্রীষ্ট ধর্ম একেশ্বরবাদী রূপে পরিচিত। * A.A Macdonell Lectures on Comparative Religion P.1 [illegible] খ্রীষ্ট ধর্ম কখনই বাহ্য আচার আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেনা বরং এই ধর্ম কেবল আত্মিক সূচিতার উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। এই অর্থে অন্তরের ~~[illegible]~~ মলিনতাকে দূর করতে না পারলে বাহ্যিক সদাচারণের কোন মূল্য নেই। একমাত্র অন্তরের সূচিতাই মানুষকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের সহায়ক বলে গণ্য করা হয়। এই ধর্ম ব্যক্তিগত মুক্তির কথা বলে না বরং সমগ্র মানব জাতির মুক্তির কথাই বলে, সেজন্য এ ধর্মের সমস্ত মানুষ হল এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সন্তান, সকলেই যেহেতু ঈশ্বরের কাছে সমান ভাবে প্রিয়, তাই সন্তানে সন্তানে কোন ভেদ বৈষম্য নেই অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হল ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, মানুষকে ভালোবাসার মাধ্যমে তাদের পরম পিতা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং তাকে ভালোবাসা হয়, তাই খ্রীষ্ট ধর্মে এই উপদেশ দেওয়া হয় যে "তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো", "তোমার ভাইকে ভালোবাসো", যীশুখ্রীষ্টের নির্দেশ হল - ~~[illegible]~~ "তোমরা পাপাচারে নিমগ্ন হওয়ো না; পাপাচার থেকে বিরত হয়ে পুণ্যময় জীবনের স্রোতে স্নাত হও।" এ কারণে খ্রীষ্ট ধর্মের আসনে সংকীর্ণ হিন্দু ধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে মানব কল্যাণকর বিশ্বজনীন খ্রীষ্ট ধর্মে পরিণত হয়েছে। জাতি, ধর্ম, ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের জন্যই এই ধর্মের দ্বার উন্মুক্ত বলে John Hick Philosophy of Religion P-6 এ প্রসঙ্গে ~~[illegible]~~ বলেন Christianity has become more theologically articulated religion than Judaism" — অর্থাৎ খ্রীষ্ট ধর্ম ইহুদীদের ধর্মের তুলনায় ধর্ম বিজ্ঞানের দিক থেকে অনেক বেশী সুবিন্যস্ত ধর্মমত।

খ্রীষ্ট ধর্মে সমস্ত প্রকার ~~[illegible]~~ কামনাকে অশুভ অকল্যাণকর ও অমঙ্গলকর রূপে অভিহিত করা হয়নি, কেননা যীশুর মতে এভাবে চিন্তা করা হলে এই চরম পরিণতি মানব প্রকৃতির ধ্বংসসাধন করে, তাই তিনি

ভিত্তি করেছে এই দুই দেশের মধ্যে ১৯৭৪ সালে যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছিল তার ওপর। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ পণ্য আমদানি করে তার তুলনায় বাংলাদেশ ভারত থেকে অনেক বেশি পণ্য আমদানি করে। ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই ঘাটতি কমানোর জন্য বাংলাদেশ ভারতের কাছে বারবার অনুরোধ করে আসছে। কিন্তু ভারত তাতে সাড়া দেয়নি। ভারত বাংলাদেশ থেকে যে পণ্য আমদানি করে তার মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া, পাট ও পাটজাত পণ্য, হস্তশিল্প, ওষুধ, কৃষিজাত পণ্য, প্লাস্টিক সামগ্রী, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, হালকা প্রকৌশল পণ্য, সিরামিক পণ্য, কাঁচ ও কাঁচজাত পণ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, হাতে তৈরি কাগজ ও কাগজজাত পণ্য, ফার্নিচার, ফল, ফলের রস, ফলের বীজ, ঔষধি গাছ, ঔষধি গাছের বীজ, ঔষধি গাছের পাতা, ঔষধি গাছের ফুল, ঔষধি গাছের ছাল, ঔষধি গাছের শিকড়, ঔষধি গাছের মূল, ঔষধি গাছের কাণ্ড, ঔষধি গাছের ডাল, ঔষধি গাছের পাতা, ঔষধি গাছের ফুল, ঔষধি গাছের ফল, ঔষধি গাছের বীজ